16

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... AUG 27 1999...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ১.....

শিক্ষার মানোন্নয়নে মনোযোগ দিতে হইবে

প্রধানমন্ত্রী

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, দেশে সাক্ষরতার হার বাড়িতেছে। এখন শিক্ষার মান উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হইবে।

তিনি গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তাঁহার সাথে সাক্ষাৎকারী বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একদল প্রতিনিধির উদ্দেশে বক্তব্য রাখিতেছিলেন। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য সাক্ষরতার হার বাড়ানো এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। তিনি বলেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছরের মধ্যে সাক্ষরতার হার বাড়িয়া দাঁড়ায় শতকরা ৫৬। চলতি বছর শেষ হইবার পর এই হার আরও বাড়িবে। তিনি শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, পরীক্ষায় ও শিক্ষাখাতের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসদুপায় রোধে শিক্ষকদের ভূমিকা রাখা উচিত।

শেখ হাসিনা অতীতে দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার জন্য শিক্ষক সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর দেশে গণতন্ত্র বিঘ্নিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের পর জনগণ তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের সরকারী শিক্ষকদের পাশাপাশি বেতন স্কেলের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকারী কর্মচারীরা যখন বর্ধিত বেতন পাইবেন তখন বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন আপনাআপনি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

শিক্ষানীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নীতি প্রণয়ন করিতে চায়। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নীতি চূড়ান্ত করিতে সহায়তা করিবার জন্য ছাত্র সংগঠনসহ সকল মহলের সাথে পরামর্শ করিতে বলা হইয়াছে।

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের কল্যাণ। এব্যাপারে তিনি বয়স্ক ভাতা, আশ্রায়ন প্রকল্প, আদর্শ গ্রাম, বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচী, প্রবীণ ও অসহায়দের জন্য শান্তি নিবাস প্রভৃতি সরকারী কর্মসূচীর উল্লেখ করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সভাপতি ডঃ এম আখতারুজ্জামান, মহাসচিব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহজাহান, প্রফেসর রঙ্গলাল সেন, ডঃ হারুন-উর-রশীদ, প্রফেসর শফিকুল মওলা, প্রফেসর এম এ বারি, এস এম মাহফুজুর রহমান, অধ্যক্ষ এ এফ এম আজিজুল হক, প্রফেসর সিরাজুল হক ও প্রফেসর নজরুল মজিদ বেলাল।